কাঁঠালের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি ও মাটি

 পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারি উঁচু সুনিষ্কাশিত উর্বব কাঁঠালের জন্য উপযোগী। দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এটেল ও কাকুরে মাটিতেও এর চাষ করা যায়।

বংশ বিসত্মার

 সাধারণত কাঁঠালের বীজ থেকেই চারা তৈরি করা হয়। যদিও এতে গাছের মাতৃবৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না তথাপি ফলনে বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। ভাল পাকা কাঁঠাল থেকে পুষ্ট বড় বীজ বের করে ছাই মাখিয়ে ২-৩ মাসের চারা সতর্কতার সাথে তুলে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এছাড়া বংশ বিসত্মার পদ্ধতি, যেমন-গুটি কলম , ডাল কলম , চোখ কলম , চারা কলম , এবং টিস্যু কালচার পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

চারা রোপণের সময়

চারা বা কলম রোপণের সময় মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-শ্রাবণ (জুন-আগস্ট) মাস।

চারা রোপণ

 গাছ ও সারির দূরত্ব হবে ১২\*১২ মিটার। হেক্টরপ্রতি গাছের সংখ্যা ৭০টি। রোপণের ১০ দিন পূর্বে ১\*১\*১ মিটার গর্ত তৈরি করে নিমণরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমাণ

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/গর্ত |
| গোবর/কম্পোস্ট | ২৫-৩৫ কেজি |
| টিএসপি | ১৯০-২১০ গ্রাম |
| এমপি | ১৯০-২১০ গ্রাম |

বয়স বাড়র সাথে সাথে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| গাছের বয়স | গোবর/কম্পোস্ট (কেজি) | ইউরিয়া (গ্রাম) | টিএসপি (গ্রাম) | এমপি (গ্রাম) | জিপসাম (গ্রাম) | এ্যামোনিয়াম সালফেট (গ্রাম) |
| ৬-১২ মাস | ২০-৩০ | ১৯০-২১০ | ২৪০-২৬০ | ২৪০-২৬০ | ৪০-৬০ | ২৫০-৩০০ |
| ১-২ বৎসর | ২৫-৩৫ | ২৯০-৩১০ | ৩৯০-৩১০ | ৩৪০-৩৬০ | ৬৫-৮৫ | ৩০০-৩৫০ |
| ২-৩ বৎসর | ৩০-৪০ | ৩৯০-৩১০ | ৫৪০-৫৬০ | ৪৪০-৪৬০ | ৯০-১১০ | ৪৫০-৫০০ |
| ৪-৫ বৎসর | ৪০-৪৫ | ৪৯০-৫২০ | ৫৯০-৭১০ | ৫৪০-৫৬০ | ১১৫-১৩৫- | ১০৫০-১১০০ |
| ৬-৭ বৎসর | ৪৫-৫০ | ৫৯০-৬১০ | ৮৪০-৬৬০ | ৬৪০-৬৬০ | ১৪০-১৬০ | ১৬৫০-১৭০০ |
| ৮-৯ বৎসর | ৫০-৫৫ | ৬৯০-৭২০ | ৯৯০-১০১০ | ৭৪০-৭৬০ | ১৬৫-১৮৫ | ১৯৫০-২০০০ |
| ১০ তদুর্ধ | ৫৫-৬০ | ১০০০-১২০০ | ১৫০০-১৬০০ | ১০০০-১২৫০ | ২০০-৩০০ | ২২০০-২৩০০ |

পরিচর্যা

 কাঁঠাল ধরার সময় গাছের গোড়ায় তালপাতা বা খেজুরের ডাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

কাঁঠাল পচা রোগ

 রাইজোপাস অটোকারপি নামক ছত্রাকের আক্রমণে কাঁঠালের মুচি বা ফল পচা রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে কচি ফলের গায়ে বাদামি রংয়ের দাগের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যমত্ম আক্রামত্ম ফল গাছ হতে ঝড়ে পড়ে। গাছের পরিত্যক্ত অংশে এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে এবং বাতাসের মাধ্যমে বিসত্মার লাভ করে।

প্রতিকার

1. গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল পুড়ে ফেলতে হবে।
2. ফলিকুর নামমক ছত্রাকনাশক ০.০৫% হারে পানিতে মিশিয়ে গাছে ফুল আসার পর হতে ১৫ দিন অমত্মর অমত্মর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

মুচিঝরা রোগ

 সাধারণত রাইজোপাস নামক ছত্রাকের আক্রমণে কাঁঠালের (স্ত্রী পুষ্পমঞ্জরী) ছোট অবস্থাতেই কালো হয়ে ঝরে পড়ে। পুরম্নষ পুষ্পমঞ্জরী স্বাভাবিকভাবেই কালো হয়ে ঝরে পড়ে।

প্রতিকার

1. মুচি ধরার আগে ও পরে ১০ দিন পর পর ২/৩ বার বোর্দো-মিশ্রণ অথবা ম্যাকোপ্রেক্স বা কিউপ্রাভিট প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
2. ডাইথেন এম ৪৫ অথবা রিডোমিল এম জেড ৭৫.২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।